সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ দম্পত্তির আয়কর নথি জব্দ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এটিএম বিভাগের কার্টোগ্রাফার মো. আব্দুস সোবহানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (২০ এপ্রিল) দুর্নীতি দমন কমিশনের পৃথক তিনটি আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেন।

সাবেক সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম। এছাড়া আব্দুস সোবহানের আয়কর নথি জব্দের আবেদন করেন সহকারী পরিচালক মো. মাহবুব মোর্শেদ।

ফরহাদ হোসেনের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, আসামির বিরুদ্ধে অসাধু উপায়ে অর্জিত এবং অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ স্বার্থে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য সরকারের দায়িত্বশীল পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এক কোটি ১১ লাখ ৮৬ হাজার ২৫২ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রাখার অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া তার নিজ নামে ১২টি ব্যাংক হিসাবে মোট জমার পরিমাণ ৬ কোটি ৫৪ লাখ ৫৬ হাজার ৪৭১ টাকা ও মোট উত্তোলনের পরিমাণ ৬ কোটি ৩৫ লাখ ৬৮ হাজার ৯৯৬ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

এসব অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তার মূল আয়কর নথির স্থায়ী অংশ ও বিবিধ অংশসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় রেকর্ডপত্র/তথ্যাদি জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।

ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী মোনালিসা ইসলামের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, তাদের বিরুদ্ধে একে অপরের সহযোগিতায় অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ

স্বার্থে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য তার স্বামী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রভাব ও আর্থিক সহায়তায় জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৯৪ কোটি ৫ লাখ ৯৩২ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রাখার অভিযোগ রয়েছে।

এ অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এবং দণ্ডবিধি শাস্তিযোগ্য অপরাধে মামলা করা হয়। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামি সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের নামীয় মূল আয়কর নথির স্থায়ী অংশ ও বিবিধ অংশসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় রেকর্ডপত্র/তথ্যাদি জব্দ করা প্রয়োজন।

আব্দুস সোবহানের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত এক কোটি ১০ লাখ ২৪০ টাকা ৮৯ পয়সা মূল্যের সম্পদ অর্জন করে তা দখলে রাখা এবং ৫৯ লাখ ৯০ হাজার ১৫৫ টাকা ৮৯ পয়সা মূল্যের সম্পদের তথ্য অসৎ উদ্দেশ্যে গোপন করার অভিযগে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মো. আব্দুস সোবহানের নামে পরিচালিত আয়কর নথি জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।

সূত্র: কালবেলা।

মানুষ কর দিচ্ছে বলেই দেশের উন্নয়ন হচ্ছে

জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন- মানুষ কর দিচ্ছে বলেই দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়নের মহাসড়ক হচ্ছে মানুষের দেয়া করের টাকায়। কর দেয়া মানুষের নৈতিক দায়ীত্ব। সরকার নারীদের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা, প্রতিবন্দ্বীদের জন্য চার লক্ষ এবং মুক্তিযোদ্বাদের জন্য চার লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বার্ষিক আয় হলেই তাকে কর দিতে হবে।

শনিবার মেহেরপুর পৌর টাউন হলে উপ কর কমিশনারের কার্যালয়, সার্কেল ২১ মেহেরপুর কর অঞ্চলের চারদিন ব্যাপি করমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

আপীলাত রেঞ্জ-২ খুলনা অঞ্চলের যুগ্ম কর কমিশনার মুঃ মুহিতুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনা অঞ্চলের কর কমিশনার প্রশান্ত কুমার রায়, জেলা প্রশাসক মো. আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল ও মেহেরপুর আয়কর আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট এস এম ইব্রাহিম শাহীন।

মন্ত্রী আরও বলেন- বিএনপি-জামাত সরকার বলতো দেশে গরীব না থাকলে সাহায্য পাব কি করে । কিন্তু বর্তমান সরকার সাহায্য নিতে চায় না। সেজন্য জনগনকে সার্বিক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে যাতে করে দেশে কোন লোক বেকার না থাকে। বেকার যুবকরা যাতে নিজের প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য মেহেরপুরে একটি উদ্যোক্তা মেলা করা হবে। জনগণ যাতে কর দিতে উৎসাহ পায় সেজন্য বর্তমান সরকার বিগত ১০ বছর ধরে জেলা-উপজেলায় পর্যায়ে উৎসব মূখর েপিরবেশে কর মেলার আয়োজন করছে। বর্তমানে ২ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট করতে পেরেছে সরকারের সফলতার কারনে। ব্যাংকগুলোতে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনা হয়েছে যাতে করে সল্প সুদে লোন নিয়ে কর্মক্ষেত্র তৈরি করে স্বাবলম্বী হতে পারে। জনগণ যত স্বাবলম্বী হবে সরকারকে ততবেশি কর দিতে পারবে। এতে দেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করতে সরকারের সহজ হবে। যে দেশ যত বেশি কর দেয় সেই দেশ তত বেশি উন্নত।

খুলনা অঞ্চলের কর কমিশনার প্রশান্ত কুমার রায় তার বক্তব্যে বলেন মেহেরপুর জেলায় গতবারের তুলনায় ১৫ ভাগ কর দাতার সংখ্যা বেড়েছে। তিনি আরও বলেন গত অর্থবছরে করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮ কোটি টাকার। পাওয়া গিয়েছিল ১৬ কোটি টাকা। এবার কর লক্ষমাত্রা আছে ২০ কোটি টাকার।

-মেহেরপুর প্রতিনিধি